ইসলামিক্‌স চর্চায় জার্মান অবদান

মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার*

সার-সংক্ষেপ: স্বভাবতঃই উৎসুক মনে কৌতুহল জাগবে যে, 'ইসলামিক্‌স' এর সংজ্ঞা কি? এর পরিধিতে বা scope এ কি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? বক্ষ্যমান নিবন্ধে উক্ত দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসের উত্থান-পতনের দেশ জার্মানীতে ইসলামিক্‌স- এর ব্যাপক চর্চার একটি সার্বিক পর্যালোচনার প্রয়াস করা হয়েছে। একদিকে জার্মান বরণীয় পন্ডিত, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ ইসলামিক্‌স চর্চার কর্মকান্ডে জার্মানীতে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে নিজেদেরকে ব্যাপৃত করেছেন যুগ যুগ ধরে। অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে প্রাচ্য হতে প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞানীগুনীজন জার্মানীতে গমন করে এই বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রটিতে অসাধারন ভূমিকা পালন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানীকে ইসলামিক্‌স চর্চার লীলাভুমি বলে পরিগণিত করা হয়।

সামন্তবাদের পরিসমাপ্তি, রেনেসাঁস বা নব জাগৃতি, ভৌগোলিক আবিস্কার, ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমন কি ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। রেনেসাঁ -নব-চেতনা ও মানসিক উৎকর্ষতার ফলে জার্মানীতে প্রাচ্যকে আরো গভীর করে জানার এক নব স্পৃহা জাগে। সেই ধারাবাহিকতায় পনের শতাব্দীতে জার্মানীতে ইসলামিকস্‌-এর চর্চার ধারা সূচীত হয় এবং ক্রমশই তা প্রসার লাভ করে। ইসলামিকস্‌ সংক্রান্ত জ্ঞান-আহরন ও গবেষনার ক্ষেত্রে ষোড়শ শতকে এক নব-উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রায়োগ করে জ্ঞানী-গুনীজনদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ইসলামিকস্‌- এর বহুমূখী বিষয়ের উপর গবেষণালব্ধ কর্মকান্ডের উন্মেষ ঘটে।

ইসলামের বিভিন্ন দিকের বিষয়-ভিত্তিক সমন্বিত চর্চাকে বিদ্বান, পন্ডিত ও গবেষকগণ ইসলামিক্‌স রূপে চিহ্নিত করেছেন। এ ধারার পুরোধা হলেন বিশিষ্ঠ ইসলাম-বিশারদ ও প্রাচ্যবিদ প্রফেসর ব্রাউনে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তিনি ১৫৮৫ খ্রীঃ হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগ স্থাপন করেন এবং ইসলামকুন্ডে বা ইসলামিকস্‌ একটি পূর্নাঙ্গ ডিসিপ্লিন বা পাঠ্যক্রম রূপে চালু

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়। প্রফেসর ব্রাউনের মতে, "Islamics is a well-knit, closely co-ordinated and analytical study of the different aspects pertaining to Islam."[১] যে সকল প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা, বিশ্লেষক, প্রাচ্যবিদ ও লেখকগণ ইসলামিকস্ এর চর্চার ধারাকে অনুগমন এবং অনুসরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রফেসর ইন্নো-লিটম্যান, এম, এম, হবোহম, হার্মান কাইজারলিং, বারবারা ওয়ার্ড প্রমূখ। জার্মানীতে পন্ডিত, গবেষক, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ, শিক্ষাবিদ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে ইসলামিক্স -এর চর্চায় নিজেদেরকে নিবেদিত করেছে।

প্রফেসর ইন্নো-লিটম্যানের মতে, " ইসলামিক্স চর্চার ক্ষেত্রে জার্মানীর রয়েছে বহু শত বছরের অবদান"[২]। ইসলামের যে সকল বিষয়সমূহের পঠন, জ্ঞান-আহরণ, অনুশীলন, গবেষণা ও চর্চা ইসলামিকস্-এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ[৩]

ক) পবিত্র আল-কুর'আন
খ) হাদিস বা হযরত মুহম্মদ (সঃ)- এর বাণী
গ) সিরাহ্ বা হযরত মুহম্মদ(সঃ)- এর জীবনী
ঘ) তাসাউফ বা মুসলিম অতীন্দ্রয়বাদ
ঙ) মুসলিম দর্শন
চ) মুসলিম আইন
ছ) ইসলামের ইতিহাস
জ) ইসলামী চিত্রকলা ও স্থাপত্য
ঝ) ইসলামী সাহিত্য।

এ সকল বিষয় চর্চার এক গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য রয়েছে জার্মান বিদগ্ধ সমাজের। গবেষক ও ইতিহাসবেত্তাগণের মতে, জার্মানীতে ইসলামিকস্ চর্চা এবং গবেষণামুলক কার্যক্রম প্রায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে ক্রমেই বিকাশ লাভ করেছে।[৪] ঐ শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় চর্চার সংস্কারের নেতা মার্টিন লুথার, হযরত মুহম্মদ (স:) এর বহুমুখী সুদুর প্রসারী সংস্কারের প্রতি জার্মান সংস্কারবাদীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তবে ইউরোপে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ১৪৯৩ খ্রী: এর দিকে যখন রবার্টস রোটেনসিস এবং হারমানসন্দ ডানাটি পবিত্র আল-কুর'আরেন ল্যাটিন অনুবাদ

সম্পন্ন করেন।[৫] দীর্ঘ ৫০ বছর পর ১৫৪৩ খ্রী: এই অনুবাদটি মুদ্রিত হয়। এর প্রায় ৭৪ বছর পর ১৬১৭ খ্রী: এ "আল-কুর'আনস্ মোহমিটিস" শিরোনামে পবিত্র আল-কুর'আনের সর্বপ্রথম জার্মান অনুবাদ করেন রিকেলডাস নামক ডামিনিকি পুরোহিত। এই অনুবাদটি প্রকাশিত করেন সালেমান সিউইয়ানি।[৬] কিন্তু এই অনুবাদটি করা হয় ইটালীয় ভাষায় অনুদিত আল-কুর'আন থেকে।[৭]

বস্তুত:পক্ষে আরবী আল-কুর'আন থেকে সরাসরি জার্মান ভাষায় অনুবাদ সুসম্পন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করেন এম, ডেভিড ফ্রাইডবিচ মেজেরলিন ১৭৭২ খ্রী:। এই অনুবাদটি কালক্রমে ভেজ, ডাবলিউ ব্যাচে তাঁর সাহিত্য কর্মে ব্যবহার করেন।[৮] অনুরূপ ভাবে ঐ অনুবাদটি যথাক্রমে এল, উলস্যান ১৮৪০ খ্রী: টি, এন, গ্রিথালী ১৯০১ খ্রী: এবং এল. গোল্ডস্মিথ ১৯১৬ খ্রী: একই অনুবাদ স্ব স্ব গবেষনা ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।[৯]

জার্মনীতে ইসলামী সংস্কৃতির বস্তনিষ্ঠ চর্চার সর্বপ্রথম স্বাক্ষর রেখেছেন গুষ্টাভ ওয়াইল। তাঁর প্রকাশনা "হিষ্ট্রিচ ক্রিটিস মচে ইন লেঠাটাংইন ডেন কুর'আন" যা ১৮৪৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।[১০] এক্ষেত্রে প্রকৃত অবদান রেখেছেন থিওডোর নোলডেক (১৮৩৬- ১৯৩০)। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম "Geschichte des Qurans" (কুর'আনের ইতিহাস) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রী: রোটিনসেনে।[১১] বইটি পুনরালোচনা করে দুই খন্ডে পুন:প্রকাশিত করেন ক্রাইডরিচ সোয়ালি ১৯০১ খ্রী: লাইপজিগে।

আঠারো ও উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপের সর্বত্র এবং বিশেষ করে জার্মানীতে ইসলামিকস চর্চার প্রতি জার্মান বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।[১২] এই সময়ে লিবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে প্রকৃত ধর্মের প্রচারক বলে আখ্যায়িত করেন।[১৩] 'হিউডিজ' নামক পুস্তকে লিবনিজ হযরত মুহম্মদ (স:)কে একজন সুমহান সাধক ও মহামানব হিসেবে চিহ্নিত করেন যিনি অন্ধকার ও কুসংস্কার অবসানে মানব জাতিকে আলোক আভা ও মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার একত্ববাদ এবং আত্মার অমরত্বের বানী নির্ভিকচিত্তে ঘোষণা করেন এবং মানব সমাজে শাশ্বত মহাসত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।[১৪] জার্মানীতে ইসলামিকস্ চর্চার ক্ষেত্রে মহাকবি গোয়থের অবদান চির অম্লান হয়ে আছে। ইসলামের যে মর্মবাণী গোয়াথে প্রচার করেছেন তার সারকথা হলঃ *Wen Islam en gebur des gotes wilen hiest, in*

slam we re alt steben we re ale (When Islam surrenders to the will of God means, in Islam we all living beings live as well as die). ইসলাম-এর প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (স:) এর সম্বন্ধে গোয়াথের চিত্তাকর্ষী গবেষণা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়।[১৫] ইসলামের প্রতি গোয়াথে তাঁর দীর্ঘ সত্তর বছর জীবনের বিভিন্ন সময় যে আন্তরিক ও গভীর সহমর্মিতা দেখিয়াছিলেন তা সত্যিই অসাধারন।[১৬]

এই সহমর্মিতা বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত ইসলামের নবীকে উপজীব্য করে। তেইশ বছর বয়সেই তিনি রচনা করেন "মুহাম্মদ (স:) এর বাণী (Mohamets Gesang) নামে একটি অনিন্দ্য সুন্দর পুরস্কার বিজয়ী কবিতা।[১৭] ইসলামের প্রতি গোয়াথের অন্তরের শ্রদ্ধা সবচেয়ে আকুণ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রতিচ্য-প্রাচ্যের "দিওয়ান"- এ যা অধুনাকালে "ফাউস্ট" এর পাশাপাশি তাঁর অন্যতম কাব্যিক ইচ্ছাপত্র রূপে বিবেচিত।[১৮] তিনি ১৮১৫ খ্রী: Westlicher Divan রচনা সম্পন্ন করেন যা ১৮১৯ খ্রী: মুদ্রিত হয়। "দিওয়ানে" গোয়াথে মুসলিম পদ্যের শব্দ ও স্পিরিট অনুসরণ করে কুর'আনের ভাষাগত শৌর্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। পবিত্র কুর'আনের রচনাশৈলী সাবলীল ও মহিমান্বিত, গভীরভাবে মর্মস্পর্শী এবং বিশ্বজনীন আবেদনে ভরপুর।[১৯] গোয়াথের নিসর্গপ্রীতি ইসলামী ধ্যান-ধারনা ও বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ। গোয়েথে সত্যিকার অর্থে ইসলামের ধর্মের মূল শিক্ষানুযায়ী সচেতনভাবে জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর আপনজনদেরও এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা দেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল যে, তাঁর জীবদ্দশায় আস-মাইন নদীর তীরে অবস্থিত স্বীয় বাসভবন থেকে ভেসে আসতো বিশুদ্ধ কুর'আন তেলাওয়াতের সুললিত সুর। ইসলামের সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতা গোয়াথের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্নভাবে অভিব্যক্ত।[২০]

১৮৪৩ খ্রী: জার্মান পন্ডিত গুনসটাক ও ইয়েন্স সর্ব প্রথম বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিকোন থেকে রসুলুল্লাহ (স:) এর জীবন-বৃত্তান্তের উপর ব্যাপক গবেষনা কর্ম রচনা করেন।[২১] এই প্রচেষ্টা দূর্লভ কৃতিত্বের দাবী রাখে এবং ইতিহাসবেত্তাদের মতে এ দূর্লভ ঘটনা ছিল জার্মানীতে ইসলামী ইতিহাসের গঠনমূলক চর্চার নবদিকের উম্মোচন।[২২] উক্ত ডিসিপ্লিনের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে নব নব গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ এ সময়ে পরিলক্ষিত হয়। জার্মানির প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার পীঠস্থানে ইসলামিকস্‌-এর চর্চা এবং গবেষণাকে আরো ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে "চেয়ার" স্থাপিত হয়।[২৩]

জার্মানীতে শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ইসলামিক্স অন্তর্ভূক্তিকরণ ষোড়শ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রফেসর ব্রাউনে তখন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলকাঠমকুন্ডে পাঠ্যক্রম সূচনা করেন। এর এক শতকেরও কম সময়ের পরিসরের ব্যবধানে অগনিত সুশিক্ষিত লেখক ও গবেষকদের অভ্যুদয় ঘটে যাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান উক্ত বিষয়টি সমৃদ্ধ হয়। এ বিরল অবদানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেন যে সকল পন্ডিত তাঁরা হচ্ছেন প্রথম বিশেষত: হর্টাজেন, গোল্ডসিয়র, লোডেকে, ক্লেলে, মুন্টার, ওয়েলহাউসেন ও পরবর্তী পর্যায়ে সোয়ালী, ব্রোকেলম্যান, ব্রার্জস্টাগার প্রমুখ। ইসলামের কৃষ্টি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সকল ইতিহাসবিদও সাহিত্যিকের লেখা ও প্রকাশনা সর্বজনবিদত।[২৪] নিম্নে তাঁদের কর্মের বিস্তারিত তথ্য থেকে এ সত্যাটি সহজে অনুধাবন করা যায়।[২৫]

১। জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন (১৮৪৪-১৯১৮)The Arab Kingdom and its Fall, বার্লিন ১৯০২ ; আল-ওয়াকিদির কিতাব আল মাগজির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, বার্লিন, ১৮৮২; Muhammad in Medina বার্লিন, ১৮৯১।

২। ফার্ডিন্যান্ড উয়েসটেনফিল্ড- এর সিরাত ইবনে হিশাম, গোয়টিংজেন, ১৮৫৮।

৩। গুষ্টাভ ওয়াইলের সিরাত ইবনে হিশাম(জার্মান ভাষায় অনুদিত) স্টুটগার্ট, ১৮৬৪।

৪। কার্ল ব্রোকেলম্যান- এর *History of Islamic Peoples and States* (Geschichte der Islamischen Vaelker and States) বার্লিন, ১৯৩৯।

৫। ফ্রান্স টেসনার এর *History of Arab World* ১৮৬০ ও ১৮৮৯ সালে যথাক্রমে এ, স্প্রেনজার ও আগষ্ট ফিশার সিরাত ইবনে হিশামের উপর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এ ছাড়া রসুল (স:) এর হাদিসের উপর আলফ্রেডক্রোমার এবং ইগনাস গোল্ডসিয়ার তাঁর "মোহামেডন স্টাডিস (১৮৯০খ্রি:) এ প্রচুর আলোকপাত করেন।[২৬]

ইসলামিকস্ চর্চা প্রসারের ক্ষেত্রে জার্মান ভাষাবিদদের অবদানও স্মরনযোগ্য। মুল আরবী পান্ডুলিপিগুলো জার্মানভাষায় প্রকাশে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকাদির ভাষা রুপান্তরের ফলে জার্মানদের নিকট

ইসলামী বিষয়াদি আরো সহজেই বোধগম্য হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল ফ্লুজেল কর্তৃক প্রকাশিত "কিতাব আল ফিহ্" এবং উপটেকেন-এর ক্রনিক্‌ল অব ইবনে ইসহাক, সচান-এর ক্রনিক্‌ল অব ইবনে সাদ এবং প্রফেসর কোহল এর 'ক্রনিক্‌ল অব ইবনে ইয়াস'।[২৭]

বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও আলোচকগণ জার্মানীতে ইসলামিক্স চর্চার প্রভূত ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত জার্নাল সাময়িকী ও পত্র -পত্রিকায়, যেমন [২৮] ১৮৪৫ খ্রি: এ প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফ্রেইসেজার, রিচার্ড গোমে, আর্নেস্ট কুহনেল, আলবার্ট সেচিন এবং আগস্ট মিউলার। ১৮৪৬ খ্রি উক্ত সোসাইটির প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৫৬ খ্রী: পর্যন্ত এই রিপোর্ট প্রকাশ করেন জার্মানীর প্রাচ্যবিদগণ। ১৯৬০ খ্রি: এই সোসাইটির জার্নালে হারবার্ট ফ্রাঙ্কির সম্পাদনায় ইসলামী ইতিহাস, সাহিত্য কলা বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সোসাইটির শাখা নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে যেমন- ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল শাখা ইসলামী জ্ঞান অগ্রসরের ক্ষেত্রে বাস্তব অবদান রেখেছে।[২৯]

উক্ত ওরিয়েন্টাল সোসাইটি ছাড়াও জার্মান মুসলিম সোসাইটি জার্মান সরকারের রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। এই মিশনের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। এই সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতামালা আয়োজন করে।[৩০] প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রী:- এর এপ্রিল মাসে। মোহাম্মদ আমিন ফারুকী উক্ত অনুষ্ঠানে 'ইউরোপ এন্ড ইসলাম-প্রাক ১ম বিশ্বযুদ্ধ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ১৯৩০ খ্রী:- এর জুনে। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'ইউরোপ এনড ইসলাম-১ম বিশ্বযুদ্ধোত্তর'। এর পরের অনুষ্ঠানটি ১৯৩০ খ্রী:-এর আগষ্টে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশিষ্ট জার্মান পন্ডিত "দি আইডিয়ালস অব রিলিজিয়ন" শীর্ষক বক্তৃতায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ন দিকগুলোর উপর আলোকপাত করেন। মুসলিম সোসাইটির এ বক্তৃতামালার অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত আকর্ষনীয়, শিক্ষনীয় ও প্রানবন্ত ছিল। উক্ত সোসাইটি কর্তৃক বক্তৃতাগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়। সোসাইটির আরো একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে রসুলুল্লাহ (স:) এর জীবনীর উপর তথ্যবহুল বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বিংশ শতকের প্রথম দশক (১৯১০খ্রী:) প্রকাশিত হয়। 'ডেয়ার ইসলাম' (দি ইসলাম) এর সম্পদনা করেন সি, এইচ, বেকার।[৩১] এর পরবর্তী প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন বেকার, রিটিংটর ও

স্ট্রগম্যান। ১৯৬০ এর দশক থেকে এর সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট-প্রাচ্যে সেমিনার এর পরিচালক বার্টেল্ড স্পুলার। আরো একটি গুরুত্বপূর্ন জার্নাল-এর নাম "ডি ওয়েল্ট ডেয়ার ইসলাম" (দি ওয়ার্ল্ড অব ইসলাম); জার্নালটি জর্জ ফমেয়ের কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় বার্লিন, ১৯১৩ খ্রী:। বিশেষ উল্লেখ্য, জার্মান ভাষা ছাড়াও জার্নালটি ইংরেজী ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৩২]

উপরোল্লিখিত জার্নালগুলো ছাড়া বর্তমানে জার্মানীতে ইসলামিকস্ বিষয়ক আরো কতিপয় জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন:[৩৩]

ক) ফিকরুন ওয়া ফা'আন- প্রতি বছর দু'বার হামুর্গ থেকে প্রকাশিত আলবার্ট ও প্রফেসর সিমেণ কর্তৃক সম্পাদিত ।

খ) বারিদ আল সার্ক (ওরিয়েন্ট পোষ্ট)- কোলণ থেকে প্রকাশিত।

গ) আলমানিয়া আল-ইয়াউস (জার্মানি টুডে) বন থেকে হেনজ ব্রিউলাক কর্তৃক প্রকাশিত।

ঘ) আল-রিসালা মূলত:সচিত্র সাপ্তাহিক জার্নাল বন এর প্রেস ও তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরশীল, স্বীকৃত, ও প্রামানিক গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে জার্মানীতে বিজ্ঞ লেখকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ও সুনির্দিষ্ট ভাবে অবদান রেখেছেন। বিশেষ উল্লেখ্যঃ

ক) জন জাকব রিসকি (১৭১৬-১৭৭৪) ইসলামের ইতিহাস, আবুল ফিদার ইতিহাস, মাইদানটর মাজসা আল-আমহাল এবং আল-মুতান্নবীর দিওয়ানের অংশ বিশেষও তিনি প্রকাশ করেন।[৩৪]

খ) আলফ্রেড ফন ক্রোমার (১৮২৪-১৮৮৯)[৩৫]-উক্ত লেখকের কৃতিত্বে রয়েছে বিশটি ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্পর্কিত গ্রন্থ যার মধ্যে স্মরনীয় হলঃ

১) আইডিয়াস অব ইসলাম, লাইপজিগ, (১৮৬৪, ১ম সংকলন)।

২) ১৮৭৫ - ৭৭ সালে প্রকাশিত 'কুলটওর গ্রেসচিচকে ডেস ওরিয়েন্ট উন্টার ডেন ক্যালিফেন', এর ১ম খন্ড ইংরেজীতে অনুদিত করেন, খোদা বক্স *Orient under the Caliphs* শিরোনামে এবং ১৯২০ খ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। একই লেখক ২য় খন্ডের কতিপয় অনুচ্ছেদ (II, IV, IX, & X) ইংরেজী অনুবাদ করেন *Studies Indian and Islamic* শিরোনামে যা রুটলেজ এন্ড সন্স,লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৩৬]

৩। 'সেসিচডে ডেয়ার হেয়ার সেনডেন ইডে এন ডেস ইসলাম' যা খোদা বক্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে *Politics in Islam* নামে ১৯২০ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশ হয়েছে।

৪। লাইপজিগে ১৮৭০ খ্রী: প্রকাশিত 'কাল্টন গেস চিচ টে স্টেফজুজে অফদেন জিবইটি দেস ইসলাম' যা খোদা বক্স অনুবাদ করেছেন, *Contribution to the History of Islamic Civilization* শিরোনামে কলকাতাস্থ থেকার স্পিংস কোং ১৯০৫ খ্রী: প্রকাশ করে।

৫। নোয়েলডেকের "ইসলামী ফয়েলকার" বা খিলাফতের রাজনৈতিক ইতিহাস যা ৫খন্ডে প্রকাশিত হয়। খোদা বক্স উক্ত বইটি আংশিক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন(উমাইয়া খিলাফত পর্যন্ত); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক ১৯১৪ খ্রী: প্রকাশিত হয়।

৬। নোয়ালডেকের "হিষ্ট্রি অব ইসলাম" (৬৩২-১৫১৭ খ্রী:) শীর্ষক আরো একটি গুরুত্বপূর্ন বই রচনা করেন।

গ) হাংগেরী ও প্রাচ্যবিদ ইগনাজ গোল্ডসিয়র (১৮৫০-১৯২১)[৩৭] এর 'হোর লে জুন গেন ইউবার ডি ইসলাম' (প্রথম সংকলন ১৯১০) গ্রন্থে তাসাউফের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তার মতে তাসাউফের ক্রম বিকাশে নিউপ্লেটোকদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সুফিদের একনিষ্ট সাধনার মূলেও রয়েছে এই তাসাউফ।

ঘ) এইচ রিখটার এর 'ডাসমে এর ডের জেন' (*The Ocean of the Soul*), লাইডেন, ১৯৫৫; সুফী মতবাদের উপর অত্যন্ত অর্থবহ বই যেখানে তিনি প্রখ্যাত পারস্য কবি আত্তার এর আলোকে মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিষয়াবলী উত্থাপন করেছেন।[৩৯]

ঙ) প্রখ্যাত জার্মান লেখক ও বুদ্ধিজীবী হীর আরব সাহিত্যের প্রথম ব্যক্তিত্ব আবিয়াব ইয়াকুতে [৪০] ভৌগোলিক অভিধানের যে সকল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সূত্র (SOURCES)ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তার অভিসন্দর্ভ রচিত করেছেন।[৪১]

সঠিক প্রেক্ষিতে মুসলিম জাতির অতীত ও চলমান ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জার্মান গবেষক ও লেখকদের অবদান চিরভাস্বর হয়ে আছে। এদের মধ্যে বিশেষ প্রনিধানযোগ্যঃ [৪২]

১। অগাষ্ট মুলারের Den Islam in Morgen Un A bendlan (*Islam in East and West*, 2 volumes, Berlin, 1885-87)

২। জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন এর Prolegomena zur attesten Geschichte des Islam (*Introduction to the Earliest History of Islam*, Berlin-1899).

৩। নোয়েলডেকের "Orientalische Skizzen" (*Oriental Sketches*).

৪। আদমমেজের "Dei Renaissance des Islam".

৫। ফ্রান্স টেসনার " Geschichte der arabischen Welt (*History or the Arab World*).

৬। ওয়াল্টার হাইনজ এর Itrans Aufsteig zun Nationalist aat in is Janrhumdert" (Berlin-Leipzig 1936).

৭। বারটোল্ড সপুলার 'এর Iran infrues islamischer Zeit (*Iran in the Early Islamic Period*).

৮। জোসেফ (হেল)- এর *Arab Civilization* (খোদা বক্স অনুদিত)লাহোর, ১৯৪৮ ও দিল্লী, ১৯৮০।

মুসলিম দর্শণের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে জার্মান লেখক ও দার্শনিকদের বিশেষ অবদান অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগনিত ।[৪৩] যেমনঃ

১। জোসেফ ভন হ্যাসার পুর গাসটালের (১৭৭৪-১৮৫৬) "Literature gest chichte der Aruber"(*Literary History of the Arabs*) যা ৭ খন্ডে ভিয়েনা থেকে ১৮৫০-১৮৫৬ সময়কালে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে ৯,৯১৫ মুসলিম দার্শনিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী সংকলিত হয়েছে।

২। কার্ল ব্রোকেলম্যান (১৮৬৪-১৯৫৬) Geschichteder arabischen Literature যা পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দুটো খন্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৯-৪২ খ্রী:। তিনি Die Literatuendes Ostens (*The Literatures of the East*) পুস্তকটি প্রকাশ করেন ১৯১৯ খ্রী:।

৩। এ, এ, ফ, ভন চ্যাক (১৮১৫-১৮৯৪) মুসলিম সংস্কৃতির একটি অনুবাদ চিত্র তুলে ধরেছেন তার Poesie und Kunst der Araber in Spanien and Sizilen (*Poetry and Art of Arabs in Spain and Sicily*) বিশেষভাবে কর্ডোভা ও গ্রানাডার সমাজ জীবন ও সভ্যতার এক বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে।[৪৪]

৪। জি, ওয়াই ফ্রেটুগগের (১৭৮৮- ১৮১৬) Darstellung der arabischen Berskunst (*Presentation of the Arab Art of Poetry*)[৪৫] বন, ১৯৩০।

৫। প্রফেসর কালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী দর্শনের বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ইসলামী চিত্র কলার ক্ষেত্রে জার্মান বিশারদ ছিলেন প্রফেসর আর্নেষ্ট কুহনেল। প্রখ্যাত ইসলামী চিত্রকলাবিদ টি, ডব্লিউ, আর্নল্ডের মতে, কুহনেল ছিলেন তাঁর সময়কালের "The greatest living authority on Islamic art and architecture. " ইসলামী চিত্রকলা একটি বিশেষ পাঠ্যক্রম হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল জার্মানীর বিভিন্ন উচ্চতর বিদ্যাপীঠস্থাগুলোতে।[৪৬] এই ক্ষেত্রে কুহনেল এর অতুলনীয় প্রকাশনা হল *Islamic Art and Architecture*, London, Bell & Sons Ltd., 1966. ইসলামী চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ আরো অবদান যারা রেখেছেন তাঁরা হলেন স্পুইক, ডিন, হেস্‌ফেল্ট, এডমন, সারে, সুলম, স্প্রে, প্রমুখ।

বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে জার্মানীতে ইসলামিকস্ এর ব্যাপক চর্চার এক নবতর মাত্রা যোগ হয়। উক্ত সময় জার্মান জ্ঞানবিদগণ বিদেশ পাড়ি দিয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিদ্যার পীঠস্থানগুলোতে ইসলামিকস্ সংক্রান্ত জ্ঞানের আদান প্রদান করায় সচেষ্ট থাকেন। যেমন-প্রফেসর লিটম্যান, সার্টে, কুথলেন মধ্য প্রাচ্যদেশগুলোতে এবং হরোভিস, ফুইক, ফ্রেনকেন প্রমুখ উপমহাদেশে তাদের প্রাণবন্ত আলোচনা মতবিনিময় ও লেখার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন।[৪৭] এই ক্ষেত্রে ইন্দো-জার্মান অনুভূতিটি বিশেষভাবে কাজ করছে।[৪৮] জার্মানি পন্ডিত ডঃ স্প্রেনজার এর নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি ১৮১৬ খ্রী: তিরওয়ালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৩ খ্রী: হাইডেলবার্গ মৃত্যুবরণ করেন। উপমহাদেশে ১৮৪২ খ্রী: দিল্লীর মোহামেডান কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ নিয়ে তাঁর আগমন। ১৮৫০ খ্রী: কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। একই সাথে তিনি হুগলি মাদ্রাসা কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট এর পদেও ছিলেন। স্প্রেনজার সর্ব প্রথম ইসলাম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ যিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক পাঠ্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু কট্টরপন্থীরা এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করে এবং ছাত্রদের নিকট স্প্রেনজারের এই পরিকল্পনার বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এর পরিণতিতে সাধারন ছাত্রদের অনুভূতিতে এই ধরনের পরিবর্তন অগ্রহনযোগ্য হয় এবং ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাই তিনি বেশী দিন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নাই। তবে পরবর্তীতে স্প্রেনজারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে Old Scheme-এর পরিবর্তে New Scheme মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়। এই দৃষ্টিকোন থেকে স্প্রেনজারই ছিলেন আধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দিশারী। ১৮৫৮ খ্রী: স্প্রেনজার সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেল স্টাডিজ এর প্রফেসর নিযুক্ত হন। উক্ত পদে তিনি ১৮৮১ খ্রী: পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। স্প্রেনজার বেশ কিছু সংখ্যক আরবী ও পারস্য এম, এস, এস, (MSS)প্রকাশ করেন। জার্মান ভাষায় তিনি হযরত মুহম্মদ (স:) এর জীবনী ও শিক্ষার উপর চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির নাম *Das Leben and Die Lebr des Mahomet* বইটি তিন খন্ডে বার্লিন থেকে ১৮৬১-৬৫ খ্রী: পর্যন্ত প্রকাশিত হয়"।[৪৯]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের পঞ্চম হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ ও আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ ডঃ জে, ডব্লিউ ফুইক। তিনি ১৯৩০ ইং থেকে ১৯৩৫ ইং পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে উচ্চতর বিদ্যার পীঠস্থানে ইসলামিকস্ চর্চার গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখেন।[৫০]

অপর দিকে মুসলিম দেশসমূহের খ্যাতনামা লেখক ও গবেষকগণ ইসলামিক্স-এ উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে জার্মানীতে গমন করেন এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেন। মহাকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল জার্মানীতে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শন শাস্ত্রের উপর গবেষণা সম্পন্ন করে ডক্টরেট অর্জন করেন ১৯০৭ সালে। তাঁর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল "দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস ইন পারসিয়া-এ কনট্রিবিউশন টু হিস্ট্রি অব মুসলিম ফিলোসফি"।[৫১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগে তৃতীয় হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ডঃ আব্দুস সাত্তার সিদ্দিক (১৯২৪-১৯২৯) জার্মানীর গোটিংজেন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি, এইচ, ডি,ডিগ্রী লাভ করেন। আবার ঐ একই বিভাগের সপ্তম হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অধ্যাপক সিরাজুল হক[৫২] (যিনি পরবর্তীতে প্রফেসর এমরিটাস পদে ভূষিত হন) ১৯৩৬ সনে ফ্রাংকফুর্ট এবং বার্লিনে ইসলামিকস্-এর উচ্চতর ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমুলক কর্মে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন)১৯৫৮ সনে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করে তৎকালিন অশীতিপর পন্ডিত প্রফেসর আর্নেস্ট কুহনেলের তত্ত্বাবধানে " ভারতীয় স্থাপত্য: লোদী যুগ" অভিসন্দর্ভের জন্যে ১৯৬১ সনে (D. Phil) ডিগ্রী লাভ করেন। শিল্পকলার এই বিশেষ দিকটিতে অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম উপ-মহাদেশের তথা এশিয়ায় প্রথম specialization এর দূর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন। বাংলাদেশের আরেকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুজতবা আলী উচ্চতর পর্যায়ে জার্মানীতে গবেষনা করেন। তাঁর রচনাবলীতে জর্মানীতে ইসলামিকস্-এর উপর গবেষণা কর্মের সুস্পস্ট প্রতিফলন রয়েছে। এ ছাড়া মিশরের দুই জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ তা'হা হোসেন এবং আলী আব্দুর রাজিক

কায়রোতে অবস্থিত মিশরিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ইন্নো লিটম্যানের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তারা উভয়ে ইসলামিকস্--এর উচ্চতর গবেষণামূলক কার্য্যের জন্য জার্মানীতে গমন করেন এবং সেখানে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ব্রাউনের তত্তাবধানে ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন দিকে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন।[৫৩]

বিশেষ ভাবে জ্ঞাতব্য যে, জার্মান পন্ডিত গবেষকগণ সর্বপ্রথম *Encyclopaedia of Islam* সংস্কারের এবং সংগ্রহীকরণের (compilation) মূল্যবান অবদান রাখেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় একটি নতুন সংস্করন (edition) সংকলিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে জার্মান ভাষায় অনুদিত আরো চারটি পবিত্র কোরআন প্রকাশিত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে টুবিনজেনের এর অধ্যাপক প্যারিত এর সর্বজন বিদিত জার্মান ভাষায় অনুদিত শ্রেষ্ঠ পবিত্র কুর'আনের সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে।[৫৪] এই ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য রেখে বর্তমানে জার্মানীতে অসংখ্য জার্মান লেখক, সাহিত্যিক, কবি, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক ইসলামিকস্ বিষয়ক গ্রন্থ লিখে ও প্রকাশ করে ইসলামের মহিমা প্রচার করেছেন। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা এম, এম, হবোহম এর উক্তি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত হলো-

> On account of their extensive research work and their achievement Germany doubtless ranks among the foremost nations in the field of Islamics. There is hardly a single aspect of the religious, cultural, political and social life of the Muslim nations which has been left untouched by the research of their scholars.[৫৫]

উপসংহার

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে আমরা এই মন্তব্য করতে পারি যে, ইসলামিক্স চর্চার ক্ষেত্রে জার্মানীর গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে এবং কালক্রমে জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব রাখে। ইসলামের সকল শাখা-প্রশাখায় জ্ঞান চর্চার যে সাফল্য যুগ যুগ ধরে জার্মান মনীষী ও পন্ডিতগণ অবলম্বন করে রচনা করেন নানা বিষয় ও প্রসংগ। জার্মানীতে শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠস্থানগুলোতে যেমনঃ বার্লিন, বন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, গোটিংজেন, হামবুর্গ, হাইডেলবার্গ, কীল, তুবেনজেন প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকদের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তব আঙ্গিকে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে

ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন নির্ভরশীল গ্রন্থ। জার্মান পন্ডিত ও বিশারদ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম প্রয়াসে ইসলামিকস্-এর উপলব্ধি আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং ইসলামী বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জার্মানীতে এবং জার্মানীর বাইরে জার্মান ও প্রাচ্যের বহু মনীষী, চিন্তাবিদ এবং পন্ডিতদের বস্তুনিষ্ঠ অবদানের ফলে ইসলামী সভ্যতা সমৃদ্ধ থেকে আরো সমৃদ্ধতর হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. বারটোল্ড স্প্যানিমেনটার্ফ, *জার্মান কালচারাল হিস্ট্রি*, মিউনিক, ১৯৮৩, পৃ: ১০৫।

২. ইনো লিটম্যান, *দের ডেডএ্যাট ভম ওরিয়েন্ট*, বার্লিন, ১৯৪২, পৃ: ১২।

৩. প্রাগক্ত-১, পৃ: ১০৮।

৪. প্রবেন্দ্রনাথ ঘোষ, *জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ: ৪২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩

৬. নবীবক্স কাজী, *জার্মান কনট্রিবিউশন টু ইসলামিক স্টাডিজ*, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান. ভলিউম নয়, সংখ্যা-১, জুন ১৯৬৪, পৃ:৭২।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৪।

৯. সারণ ফ্রাঞ্জ, *গ্যাটেস মেহোমেট এন্ড প্রমিমিডিস*, ১৯৯৪, পৃ: ৫।

১০. লিটম্যান, ইনোরড, *ডিউসে বেইট ব্যাগ জুরাইসেন চ্যাষ্ট ভোর্ডেল ওরিয়েন্ট*, বার্লিন, ১৯৪২, পৃ: ২।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪।

১৩. প্রাগুক্ত, ৪, পৃ: ৪৪।

১৪. জন ও পি, *দি এনসোএটনসেন্ট*, ম্যাসচুস্টেস, ১৯৫৪, পৃ: ১৬।

১৫. প্রাগুক্ত, ৯, পৃ: ১১।

১৬. প্রাগুক্ত, ৭, পৃ:৭৬।

১৭. প্রাগুক্ত, ১, পৃ: ১০৯।

১৮. প্রাগুক্ত, ১০, পৃ: ৬।

১৯. প্রাগুক্ত, ৪, পৃ: ৪৩।

২০. প্রাগুক্ত, ৯, পৃ: ৭।

২১. বারবারা ওয়ার্ড, *দি ইন্টারপ্লে অব ইস্ট এন্ড ওয়েষ্ট*, নিউইয়র্ক, ১৯৬২, পৃ: ৫১।

২২. প্রাগুক্ত, ৪, পৃ: ৪৯।

২৩. প্রাগুক্ত, ২০, পৃ: ৫২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।

২৫. প্রাগুক্ত, ১৬, পৃ: ১৮৮।

২৬. প্রাগুক্ত, ৭, পৃ: ৮০।

২৭. প্রাগুক্ত, ২০, পৃ: ৫৪।

২৮. প্রাগুক্ত, ১৬, পৃ: ১৮৯।

২৯. প্রাগুক্ত, ৭, পৃ: ৭৭।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮।

৩১. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পদিত *PEACE*, Monthly Journal, vol. vi, nos. 9 & 10 এ প্রকাশিত *মুসলিম মিশনস্ কোয়ার্টারলি রিপোর্ট*, ঢাকা ১৯৩০, পৃ:১৮১।

৩২. প্রাগুক্ত, ৬, পৃ: ৭৭-৭৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮।

৩৪. সেরাজুল হক, *জার্মান কনট্রিবিউশন টু এরাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ভলিউম ১৯, সংখ্যা-১, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ: ৪৬।

৩৫. জুহিদান জরুজী, *তারিখ আদব আল-লুঘাস আল-আরাবিয়া*, সংখ্যা ৪, পৃ:১৩৬ (কায়রো ১৯৭৩)

৩৬. প্রাগুক্ত, ৩৪, পৃ: ১৪৩- ৪৪।

৩৭. হাংগেরীর স্টফুল উইসেন্স বার্গো জন্মগ্রহণ করেন।

৩৮. ১৩, ৫, ১৮২৪ এ ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ এবং ভিয়েনার সন্নিকটে ডবলিংক- এ ২৭,১২, ১৮৮১ তে মৃত্যু।

৩৯. টি, কিউলার ইয়াং সম্পাদিত, *নিয়ার ইস্টার্ন কালচার এন্ড সোসাইটি*, খ্রিস্টান ১৯৫৯, পৃ: ৪৮।

৪০. তার পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত বিন আবদুল্লাহ আর রুমি (মৃত্যু ৬২৬ হিজরী)।

৪১. Khandkar Md. Abdur Rahman, "Sources of Yaqut's Geogaphical Discovery``, *The Dhaka University Studies*, 1937, p.70.

৪২. প্রাগুক্ত, ৬, পৃ: ৮০।

৪৩. প্রাগুক্ত, ২১, পৃ: ৮১।

৪৪. গুস্টাগভবন গ্রনেবোস, *Islamic Literature in Arabic*, ১৯৫১, পৃ: ৪১।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

৪৬. প্রাগুক্ত, ৪, পৃ: ৫৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৩৩, পৃ: ৩৮।

৪৮. জার্মান জাতি গর্বের সাথে দাবী করে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা আদিকালে আর্যদের থেকে উদ্ভূত। এই আর্যদের প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সভ্যতার সূচনা লগ্নে আবির্ভাব ঘটে।

৪৯. প্রাগুক্ত, ৩৩, পৃ: ৪০।

৫০. ডঃ জে ডব্লিউ ফুইক ফ্রাংকফুট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামকুন্ডে পাঠ্যক্রমে ব্যাপক গবেষণার ফলে পিএইচডি লাভ করেন। তাছাড়া ১৯৫২ সনে হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ডকুমেন্টা ইসলামিকা ইনেডিটা প্রকাশ করেন।

৫১. *ইসলামী বিশ্বকোষ* ৩য় খন্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ: ২৯৯-৩০১।

৫২. তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন।

৫৩. প্রাগুক্ত, ৩৪, পৃ: ৪৪।

৫৪. প্রাগুক্ত, ১৬, পৃ: ১৯৫।

৫৫. প্রাগুক্ত, ১৭, পৃ: ১৯৬।